MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

পাটকল, পাটচাষি রক্ষার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও পুলিশি হামলার নিন্দা

৫ অক্টোবর '২০ বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও এর উদ্দেশ্যে এক বিশাল মিছিল শাহবাগ মোড়ে পুলিশ বাঁধা অতিক্রম করে অগ্রসর হলে শেরাটন মোড়ে ব্যাপক সংখ্যক পুলিশ পুনরায় ব্যারিকেড দিয়ে দুই দিক থেকে মিছিলকে ঘিরে ফেলে। মিছিলটি ব্যারিকেড ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশি হামলা, লাঠিচার্জ ও নারী কর্মীদের লাঞ্ছিত করে। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ঘেরাও মিছিল পূর্বে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদ

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জোটের কেন্দ্রীয় নেতা সিপিবি'র সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী কমরেড জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশাররফ হোসেন নান্নু, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড আ.ক.ম. জহিরুল ইসলাম, লতিফ জুট মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সুলতান মৃধা ও করিম জুট মিলের শ্রমিক মো. গোফরান ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহিদুল ইসলাম সবুজ। ১৯ অক্টোবর দেশব্যাপী পালিত রাজপথ অপরোধ কর্মসূচিতে পুলিশি হামলা ও গ্রেফতারের নিন্দা। অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দাবি।

সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন, কমরেড মানস নন্দী, আকবর খান, মনিরুদ্দিন পাপ্পু, নজরুল ইসলাম।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আজ যখন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচির সমর্থনে খুলনার শ্রমিকরা ভুখা মিছিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেই সময় গতকাল খালিশপুরে বাসদ ও শ্রমিক ফ্রন্ট কার্যালয়ে পুলিশি তল্লাশি ও ভুখা মিছিলের লিফলেট কেড়ে নেওয়া ও পরে আন্দোলনরত ৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যা রাষ্ট্রের ফ্যাসিবাদী চরিত্রকেই প্রকাশ করে। নেতৃবৃন্দ বলেন দমন-পীড়ন-নির্যাতন ও গ্রেপ্তার করে, ভয় দেখিয়ে জনগণের আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাবে না। নেতৃবৃন্দ গতকালের খুলনায় পুলিশি তল্লাশি ও গ্রেপ্তারেরও তীব্র নিন্দা জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার পাটকল বন্ধ করেছে, ১৫টি চিনিকল বন্ধের পাঁয়তারা করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সকল প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছে। এই সরকারের আমলে দুর্নীতি, লুটপাট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, নারী-শিশু নির্যাতন-ধর্ষণ সকল রেকর্ড ছাড়িয়েছে। আওয়ামী লীগ

আজ দুর্নীতিলীগ-লুটেরালীগে এবং ছাত্রলীগ-যুবলীগ ধর্ষক লীগে পরিণত হয়েছে। ফলে বর্তমান সরকারের কাছে দেশ-জাতি ও জনগণ নিরাপদ নয়। দুর্নীতি-দুঃশাসন এর অবসানের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটানো ছাড়া কোন বিকল্প নাই। সরকারের পদত্যাগ এর দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানান। জনগণের পাটকল দেশি-বিদেশী লুটেরাদের কাছে বিক্রি করার পাঁয়তারা করছে সরকার।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা বার বার বলেছি লোকসানের জন্য দায়ী সরকারের ভুলনীতি, দুর্নীতি এবং লুটপাট। ৫০/ ৬০ বছরের পুরনো তাঁত দিয়ে উৎপাদন করা, বিজেএমসি'র মাথাভারী প্রশাসনের ব্যয় ইত্যাদি হলো লোকসানের প্রধান কারণ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে ৫১ হাজার পাটকল শ্রমিক, ৪০ লাখ পাটচাষি, পাট ও পাটশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় ৪ কোটি মানুষ। বন্ধ হওয়ায় সরকারি পাটকল আর পাট কিনবে না। এ সুযোগে বেসরকারি পাটকলগুলো সিন্ডিকেট করে ইচ্ছেমতো পাটের দাম নিয়ন্ত্রণ করবে। এতে পাটচাষিরা পাটের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি। পাট বাংলাদেশের একটি স্থায়ী শিল্পের ভিত্তি রচনা করেছিল, যার কাঁচামাল দেশে উৎপাদিত হয়, সস্তা শ্রম শক্তিও দেশের, উৎপাদিত পণ্য দেশের চাহিদা পূরণ করার পরও রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সেই শিল্প অর্থনীতি ও শ্রমিক কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় পাটকল বন্ধের গণবিরোধী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে অবিলম্বে চালুর দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

ঘেরাও মিছিল থেকে বন্ধ সকল রাষ্ট্রীয় পাটকল চালু ও আধুনিকায়ন করা, লোকসানের জন্য দায়ী মন্ত্রণালয় ও বিজেএমসির কর্মকর্তাদের বিচার, সরকারি-বেসরকারি সকল পাটকলে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবিতে আগামী ১৯ অক্টোবর সারাদেশে রাজপথ অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। একই সাথে খুলনায় বাসদ কার্যালয়ে পুলিশি তল্লাশি ও গ্রেপ্তারের ঘটনা এবং আজকের ঘেরাও মিছিলে পুলিশি বাধা ও লাঠিচার্জ-নারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।